পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস (১৯৪৭-২০১১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

মৃন্ময় ভারতী

নিবন্ধন সংখ্যা- A00HI1200918

বর্ষ-২০১৮

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

সারাংশ

ভারতীয় সুন্দরবনের ইতিহাসে বাস্তুতন্ত্র কেমন ভাবে সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসীর জীবনকে প্রভাবিত করেছে সেটি তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা এই গবেষণার লক্ষ্য। অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের সরকারি নীতি, মানুষ, জীব-জন্তুর অবস্থান,প্রকৃতির অবস্থান ইত্যাদি কতটা বাস্তুতন্ত্রকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর কতটা অবক্ষয়ের দিকে চালিত করছে সেটি বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার কাজ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের পরিবেশ ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য এবং দীর্ঘকালের। পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণার বিষয়টি সুন্দরবনের পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজজীবন, বনসম্পদ, জলসম্পদ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব নিয়ে। 'সামাজিক বাস্তুতন্ত্র' বলতে আমরা বুঝি বাস্তুতন্ত্রের এক নতুন সংযোজন। আমরা যদি জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তুতন্ত্রকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখব একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনো একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জীব এবং সেই অঞ্চলের জড় উপাদানের সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য উৎপন্ন উপাদানের যে বিনিময় ঘটায় তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। বাস্তুতন্ত্র হল একটি সামগ্রিক ক্রিয়া পদ্ধতি, যার দ্বারা যে কোনো স্থান বা অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী, জড় প্রভৃতি সকলের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন গড়ে ওঠে। একই ভাবে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রও হল একটি ব্যবস্থাপনা। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলতে সমাজবদ্ধ সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি অলিখিত ব্যবস্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে। এককথায় সুন্দরবনের সমাজ, মানুষ, জীব, জন্তু, আকাশ, বাতাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়কে একটা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ রাখাকেই সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলছি।